শালীনতা ও পর্দার গুরুত্ব এবং এর
প্রেরণা সম্পর্কে একটি চমৎকার বয়ান

আত্মমর্যাদাশীল স্বামী

- মুসলমানদের আত্মমর্যাদা
- আত্মমর্যাদা কাকে বলে?
- চাদর ও চার দেয়াল
- বেপর্দা থেকে তাওবা
- মুসলিম সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে
- আত্মমর্যাদা থাকলে পুরুষ, নতুবা!!!
- কুদৃষ্টির হাতোহাত শাস্তি

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আত্মমর্যাদাশীল স্বামী[১]

দরূদ শরীফের ফযিলত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৫ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা "কারামাতে ফারুকে আযম"-এ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দরূদ পাকের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের আসমানের উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র, ন্যায়বিচারের প্রখর সূর্য, আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন:

---

১. দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ও নিগরানে মারকাযী মজলিসে শূরা হযরত মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এই বয়ানটি কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বব্যাপী আশিকানে রাসূলে দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচীতে সপ্তাহব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ১৮ শা'বানুল মুয়াজ্জম ১৪৩২ হিঃ মোতাবেক ২১ জুলাই ২০১১ তারিখে প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর এটি লিখিত আকারে পেশ করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْئٌ
حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া আসমান ও যমিনের মাঝে ঝুলন্ত থাকে, তার কোনো অংশই উপরে ওঠে না (অর্থাৎ দোয়া কবুল হয় না) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাঠ না করো।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ভিতির, বাবু ফি ফদলিস সালাত, আলান নবী, হাদিস: ৪৮৬, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মমর্যাদাশীল স্বামী

হযরত সায়্যিদুনা কাযী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মূসা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন, একবার আমি 'রায়' (ইরানের বর্তমান রাজধানী তেহরান) এর কাযী হযরত সায়্যিদুনা মূসা বিন ইসহাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তখন কাযী সাহেব বিচার আসনে বসে মানুষের সমস্যা সমাধান করছিলেন। আমিও তাঁর পাশে বসে গেলাম। এমন সময় তাঁর কাছে একটি ঈমান-তাজাকারী মামলা পেশ করা হলো, যা সেখানে উপস্থিত সকল লোকের ঈমানকে সতেজ করে দিল।

ঘটনাটি ছিল এমন যে, একজন নেকাব পরিহিতা মহিলা উপস্থিত হলেন, যার অভিভাবক দাবি করছিলেন যে, এই মহিলার বিবাহের সময় মোহরানা হিসেবে পাঁচশত দিনার ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু তার স্বামী মোহরানার অর্থ পরিশোধ করছে না। যখন স্বামীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন সে বলল যে, মোহরানার এই দাবি ভিত্তিহীন। কাযী সাহেব দাবিদারকে বললেন, নিজের দাবি প্রমাণ করার জন্য এমন সাক্ষী পেশ করো যারা এই কথার সাক্ষ্য দেবে যে, সত্যিই এই পুরুষ বিবাহের সময়

www.dawateislami.net

পাঁচশত দিনার মোহরানা ধার্য করেছিল। অতঃপর যখন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হলো এবং মহিলাকে বলা হলো যে, সেও যেন উঠে দাঁড়ায় এবং নিজের নেকাব সরিয়ে দেয়, যাতে সাক্ষী তাকে চিনে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে। কারণ যখন সাক্ষী বাদী বা বিবাদী (যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয়েছে)-এর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য দেয়, তখন তার দিকে ইশারা করে স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক। সেই মহিলা লজ্জাশীলা ছিলেন, তাই তিনি নেকাব সরাতে সংকোচবোধ করছিলেন।

তার স্বামী দূর থেকে যখন এই সব দেখছিল, তখন জিজ্ঞাসা করল, "এই লোকগুলো কী করছে?" তাকে জানানো হলো যে, "এরা সাক্ষী, যারা দেখতে চায় যে, এই নেকাবের আড়ালে সত্যিই তোমার স্ত্রী কি না, যাতে চিনে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।" এই কথা শুনে আত্মমর্যাদাশীল স্বামী চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এদেরকে থামিয়ে দিন, আমি কাযী সাহেবের সামনে স্বীকার করছি যে, আমার স্ত্রী আমার উপর যে দাবি করেছে তা আমার উপর আবশ্যক। আমি পাঁচশত দিনার পরিশোধ করতে প্রস্তুত, আল্লাহর ওয়াস্তে! আমার স্ত্রীর চেহারা যেন কোনো পরপুরুষের সামনে প্রকাশ না করা হয়।" অতঃপর সাক্ষীদের থামিয়ে দেওয়া হলো এবং মহিলাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যখন তাকে জানানো হলো যে, তার স্বামী মোহরানা পরিশোধের কথা স্বীকার করে নিয়েছে, তখন সে অত্যন্ত অবাক হলো। এরপর যখন সে এই বিষয়টি জানতে পারল যে, তার স্বামী এতই আত্মমর্যাদাশীল যে, সে শুধুমাত্র তার স্ত্রীর লজ্জার মান রাখতে এবং তার বেপর্দা হয়ে যাওয়ার ভয়ে মোহরানা পরিশোধের স্বীকারোক্তি করেছে, তখন স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধ তার অন্তরে এমনভাবে প্রভাব ফেলল যে তার অন্তরের দুনিয়াই বদলে গেল এবং সে এইভাবে

www.dawateislami.net

বলে উঠল: "আপনারা সবাই সাক্ষী থাকুন! আমি আমার মোহরানা মাফ করে দিলাম, আমি দুনিয়াতেও এর দাবি করব না এবং আখেরাতেও না। এই মোহরানা আমার আত্মমর্যাদাশীল স্বামীর জন্য মুবারক হোক।"

(উয়ূনুল হিকায়াত, আল-হিকায়াতুস সাদিসাতু বা'দাল সালাসি মি'আহ, ২৫২ পৃ:)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো, একজন আত্মমর্যাদাশীল স্বামীর আত্মমর্যাদা এটা সহ্য করতে পারেনি যে, তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়েরকারী স্ত্রীর চেহারার উপর কোনো পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ুক। আজকের এই বেপর্দা ও লজ্জাহীনতার যুগে আত্মমর্যাদাশীল স্বামীর এই ঘটনা থেকে ইসলামী ভাই ও বোনদের জন্য শিক্ষার অনেক মাদানী ফুল অর্জিত হচ্ছে। কারণ এই ঘটনা যেখানে ইসলামী ভাইদের বিবেককে নাড়া দিয়ে এই অনুভূতি দিচ্ছে যে, তোমাদের সেই আত্মমর্যাদা কোথায় গেল, যার তোমরা আমানতদার ছিলে? এবং তোমাদের সেই লজ্জা ও শরমের কী হলো, যার তোমরা রক্ষক ছিলে এবং যার কারণে বিশ্বের জাতির মাঝে তোমাদের একটি মর্যাদা ছিল? একইভাবে এটি ইসলামী বোনদের জন্যও শিক্ষার মাধ্যম করছে যে, ইসলামী বোনদের লজ্জা ও শরমের অবস্থা এমন ছিল যে, শরয়ী চাহিদা পূরণ করার জন্যও বেপর্দা হওয়ার চিন্তায় তারা লজ্জাবতী লতার মতো নুয়ে পড়ত এবং তাদের আত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠত। কিন্তু হায় আফসোস! শত আফসোস! আধুনিক যুগে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার অধীনে ছড়ানো এই অশ্লীলতা ও নগ্নতা সারা বিশ্বের মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ও লজ্জার জানাযা বের করে দিয়েছে। এই লজ্জাহীনতার স্রোতে প্রত্যেকেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় (চাইতে বা না চাইতেও) খড়কুটোর মতো এমনভাবে ভেসে যাচ্ছে যে, সামলানোর কোনো নামই নিচ্ছে না। কখনো কখনো কারো হুঁশ তো ফিরে কিন্তু সে লজ্জাহীনতার এই

www.dawateislami.net

চোরাবালিতে এতটাই গভীরে ডুবে যায় যে, বের হওয়ার কোনো পথ খুঁজে পায় না অথবা এমন বলা যায় যে, হুঁশ তখন ফিরে আসে যখন পানি মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। সুতরাং, লজ্জাহীনতার এই বহমান স্রোতে এই বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, আমরা আমাদের সম্পর্ক সালাফে সালেহীন (পূর্ববর্তী মনিষীগণ) رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর সাথে স্থাপন করে তাদের মুবারক জীবন থেকে এমন মাদানী ফুল অর্জন করি, যার আলোতে আমরা এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাই। অতএব, মনে রাখবেন যে, উক্ত ঘটনায় আত্মমর্যাদার পরিচয় দেওয়া ব্যক্তি কেবল ইনিই নন। এক ব্যক্তিই নন, বরং ইতিহাস সাক্ষী যে, এই বিষয়ে সালাফে সালেহীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এরও এই নিয়ম ছিল। সুতরাং,

মুসলমানদের আত্মমর্যাদা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০০ পৃষ্ঠার বই, "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"-এর ২১৭ নং পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন যে, সেই পবিত্র যুগের মুসলমানদের ঈমানী আত্মমর্যাদার অনুমান এই ঘটনা থেকেও করা যায়, যা আল্লামা ইবনে হিশাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর "আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, রিসালাতের যুগে একজন মুসলিম মহিলা মুখে নেকাব পরে নিজের কিছু জিনিস বিক্রি করার জন্য বনু কাইনুকা গোত্রের বাজারে এসেছিলেন। তিনি তার জিনিসপত্র বিক্রি করে এক ইহুদি

www.dawateislami.net

স্বর্ণকারের দোকানে এসে বসলেন। ইহুদি লোকটি কথায় কথায় অনেক চেষ্টা করল যাতে তিনি তার মুখ থেকে নেকাব সরিয়ে দেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর সে সেই মহিলার সাথে দুষ্টুমি করল। এটা দেখে অন্য ইহুদিরা হাসতে লাগল। সেই মহিলা উচ্চস্বরে ফরিয়াদ করলেন, তখন একজন মুসলমান সেই ইহুদি স্বর্ণকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করলেন। সেই বাজারের ইহুদিরা একত্রিত হয়ে সেই মুসলমানকে শহীদ করে দিল এবং এর ফলস্বরূপ মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো, যা ইতিহাসে 'গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা' (বনু কাইনুকা যুদ্ধ) নামে পরিচিত।

(আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ লি ইবনে হিশাম, খণ্ড ৩, ৪৪ পৃ:)

আত্মার সজীবতা

سُبْحٰنَ اللّٰه! এই হলো আমাদের পূর্বপুরুষ ও তাদের কীর্তি! আমরা তাদের নিয়ে যথাযথভাবে গর্ব করতে পারি। নিঃসন্দেহে, এমন ঘটনাগুলো থেকে যেখানে আমাদের আত্মার সজীবতার উপকরণ পাওয়া যায়, সেখানে এই শিক্ষাও মিলে যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কতটা আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন এবং তারা তাদের নারীদের লজ্জা, শালীনতা ও পর্দার বিষয়টি কতটা খেয়াল রাখতেন। যেমন,

আত্মমর্যাদাশীল সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা আবু সায়িব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, একদিন আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাড়িতে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম এবং দেখলাম যে, তিনি নামাযে মশগুল। আমি তার নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ আমি ঘরের এক কোণে রাখা

www.dawateislami.net

কাঠের স্তূপ থেকে কোনো কিছুর নড়াচড়ার শব্দ পেলাম। মনোযোগ দিয়ে দেখতেই বুঝতে পারলাম যে, ওটা একটা সাপ। আমি যখন ওটাকে মারার জন্য এগোতে লাগলাম, তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাকে বসে থাকার ইশারা করলেন। তাই আমি বসে পড়লাম। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন একটি ঘরের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি এই ঘরটি দেখতে পাচ্ছ?" আমি বললাম: "জি হ্যাঁ!" তখন তিনি বলতে লাগলেন, এই ঘরে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একজন যুবক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থাকতেন, যার নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল। (খন্দকের যুদ্ধের সময়) আমরা সবাই রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে খন্দকের দিকে চলে যেতাম, আর দুপুরে সেই যুবক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনুমতি নিয়ে বাড়ি আসতেন।

একদিন তিনি অনুমতি চাইলে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: 'অস্ত্র সাথে নিয়ে যেও, কারণ আমার তোমার ওপর ইহুদিদের বনু কুরাইযা গোত্রের (যারা ধোঁকা দিয়ে মুশরিকদের পক্ষ নিয়েছিল) আক্রমণের ভয় হচ্ছে।' যখন সেই সাহাবী নিজের বাড়িতে এলেন, তখন দেখলেন যে, তার নববধূ ঘরের দরজার দুই কপাটের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা দেখে তাঁর আত্মমর্যাদায় আগুন জ্বলে উঠল এবং তিনি বর্শা উঁচিয়ে নিজের নববধূর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে পেছনে সরে গেলেন এবং চিৎকার করে বললেন: 'হে আমার স্বামী! আমাকে মারবেন না,"আমি নির্দোষ। একটু ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখুন, কোন জিনিস আমাকে বাইরে বের করেছে!' অতঃপর সেই সাহাবী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) ভেতরে গেলেন। গিয়ে কী দেখেন, একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানায় বসে আছে। অধীর হয়ে তিনি বর্শা দিয়ে সাপের ওপর

www.dawateislami.net

আক্রমণ করলেন এবং তাকে বর্শায় গেঁথে ফেললেন। আহত সাপটি ছটফট করতে করতে তাকে দংশন করল, যার ফলে সেই আত্মমর্যাদাশীল সাহাবী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)ও সাপের বিষের প্রভাবে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাব ক্বাতলুল হায়্যাত ওয়া গায়রিহা, হাদিস: ২২৩৬, পৃষ্ঠা ১২২৮)

আল্লাহ পাকের তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসিলায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মুসলিম সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো! দ্বীন ইসলামের শিক্ষার ধারক, আখেরাতের চিন্তায় বিভোর, লজ্জা, শরম ও ইসলামী আত্মমর্যাদার অশ্বারোহী, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খাদেম সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কতটা আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন যে, তারা এটাও সহ্য করতে পারতেন না যে, তাদের ঘরের কোনো মহিলা দরজায় বা জানালায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকুক। কিন্তু যখন আমরা আমাদের সমাজ ও পরিবেশের দিকে তাকাই, তখন চারিদিকে এক অদ্ভুত চিত্র দেখা যায়। মুসলিম সমাজের আত্মার কোথাও কোনো নাম-নিশানা দেখা যায় না। একদিকে বেপর্দার এই অবস্থা যে, একে খারাপ বলা তো দূরের কথা, খারাপ মনে করাও শেষ হয়ে গেছে, বরং এই বেপর্দা এখন নগ্নতায় পরিণত হয়েছে। কারণ বেপর্দায় নারীর চেহারা প্রদর্শন হতো, কিন্তু নগ্নতায় পুরো শরীরই প্রদর্শন হয়। তাই কোথাও ফ্যাশনের নামে হাতাকাটা পোশাক দেখা যায়, তো কোথাও ওড়নাবিহীন নারীরা ইসলামী সভ্যতার মুখে চুনকালি মাখাতে দেখা যায়। আকবর এলাহাবাদীর ভাষায়:

www.dawateislami.net

বে-পর্দা কাল যো আয়ে নজর চান্দ বিবিয়াঁ
আকবর যমিঁ মে গৈরতে কওমি সে গড় গয়া
পুঁছা যো উন ছে: আপকা পর্দা ওহ কেয়া হুয়া?
কেহনে লাগিঁ: "ওহ আকল পর মরদো কি পড় গেয়া"

অশ্লীলতার মূল কারণ

এই সমস্ত নষ্টামির মূল কারণ হলো মৌলিক ইসলামী জ্ঞান, সাহাবায়ে কিরাম এবং সালফে সালেহীনের পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা। যার কারণে ফ্যাশনের নামে পশ্চিমা সভ্যতার সেই অন্ধ অনুকরণ, যা অসংখ্য ইসলামী ভাই ও বোনকে নিজের কবলে নিয়ে নিয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-এডুকেশন (**Co-Education**) এর নামে তরুণ-তরুণীদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও মেলামেশা, ঘরে কাজ-কামের অজুহাতে, সেবক-সেবিকার সাথে খোলামেলা মেলামেশা এবং অন্যান্য অনেক আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের একসাথে বসা, কথা বলা এবং খালাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই-বোনের সাথে খোলামেলা আচরণ কারো কাছেই গোপন নয়। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, এই স্রোতের সামনে বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয় অথবা এই লজ্জাহীনতা ও বেপর্দাকে থামানোর মতো তার সাহস ও শক্তি নেই, তবে কি তার ঈমান এতটা দুর্বল হয়ে গেছে যে, সে অন্যায়কে অন্যায় মনে করতেও অক্ষম? কারণ, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: مَنْ رَأٰى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ যে কোনো অন্যায় কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাতে পরিবর্তন করে দেয়, فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ আর যদি হাতে পরিবর্তন করতে সক্ষম না হয়, তবে মুখ দিয়ে পরিবর্তন করবে, অর্থাৎ মুখ দিয়ে এর খারাপ দিক তুলে ধরবে

www.dawateislami.net

এবং নিষেধ করবে, فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ আর এরও সামর্থ্য না থাকলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে, وَ ذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان এবং এটা ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবি সাঈদ খুদরী, হাদিস: ১১৪৬০, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৮)**

বেপর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা

শয়তানি শক্তির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলে বৃদ্ধি পাওয়া লজ্জাহীনতা ও বেপর্দার জগতে এক বীর পুরুষ ও মুজাহিদ এসবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ, পনের শতাব্দীর মহান ইলমী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যখন এই বেপর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করলেন, তখন সবদিকে মন্দের দুর্গগুলোতে আলোড়ন ও তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে গেল। আপনি ইসলামী ভাই ও বোনদের এমন মাদানী প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যে, যে-ই ব্যক্তিই কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুগন্ধময়, সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশে আসে, সে মাদানী পোশাকের বরকতে পর্দার সাথে সাথে "পর্দার ভেতরে পর্দা" করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে শুরু করে।

পর্দার ভেতরে পর্দা কী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জা ও শরম আল্লাহ পাকের এক বিরাট দান। যে পুরুষ বা মহিলার মধ্যে এই গুণ থাকবে, সে স্বাভাবিকভাবেই সকল নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক কাজ থেকে বিরত থাকবে। আজকাল যেহেতু

www.dawateislami.net

এমন পোশাকের প্রচলন সাধারণ হয়ে গেছে, যাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উঁচু অংশ পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তাই লজ্জা ও শরমের দাবি হলো, পর্দার জায়গায় সেই উঁচু স্থানও যেন দেখা না যায়। সুতরাং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "পর্দার ভেতরে পর্দা" করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। আর সেটি হলো, বসার আগে দাঁড়িয়ে থেকেই চাদরের দুই প্রান্ত ধরে নাভি থেকে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিন, তারপর বসুন এবং চাদরের কিছু অংশ পায়ের নিচে চেপে রাখুন। যখন উঠতে চাইবেন, তখন একইভাবে দুই হাতে চাদর ধরে দাঁড়াবেন। যদি চাদর না থাকে, তবে ওঠার-বসার সময় জামার নিচের অংশ ভালোভাবে ছড়িয়ে নিন। এতে গোপনীয় অঙ্গের উঁচু স্থান প্রকাশ পাবে না।

চোখের কুফলে মদীনা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "পর্দার ভেতরে পর্দা"-র সাথে সাথে ইসলামের আরও অনেক সুন্দর, ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে আবারও "চোখের কুফলে মদীনা" লাগানোর ধারাবাহিকতা চালিয়ে তাজা করে দিয়েছেন এবং এই মাদানী মানসিকতা দিয়েছেন যে, এই যুগে যেখানে চারিদিকে বেপর্দা নারীদের ভিড় দেখা যায়, যদি সবাইকে পর্দা করানো না যায়, তবে অন্তত নিজের চোখের কুফলে মদীনা তো লাগানো যায়। অর্থাৎ, নিজের দৃষ্টিকে তো নিচু রাখা যায়। সুতরাং, তিনি বারবার তাগিদ দিয়ে থাকেন যে, আপনারা পারস্পরিক আলোচনা করুন বা দরস ও বয়ান করুন, রাস্তায় থাকুন বা ঘরে, সব জায়গায় দৃষ্টিকে অবনত করে রাখুন, যাতে এর বরকতে লজ্জাহীনতার দৃশ্য দেখা থেকে প্রাণ রক্ষা পায়:

www.dawateislami.net

আক্বা কি হায়া ছে ঝুকি রেহতি নজর আকছার
আঁখো কা মেরে ভাই লাগা কুফলে মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জা ও শরম অমর্যাদার ওপর সর্বদা আত্মমর্যাদার প্রকাশ ঘটে, যা ঈমানের চিহ্ন। যেমন,

আত্মমর্যাদা সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী

১. اِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, আত্মমর্যাদা ঈমানের অংশ। **(আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, কিতাবুশ শাহাদাত, বাব আর-রাজুলু ইয়াত্তাখিযুল গুলাম... হাদিস: ২১০২৩, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩৮১ (সংক্ষেপিত)।).**

২. اِنِّي لَغَيُّوْرٌ আমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল, وَاللهُ اَغْيَرُ مِنِّي কিন্তু আল্লাহ পাক আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাশীল এবং اِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْغَيُّوْرَ নিশ্চয় আল্লাহ পাক তার আত্মমর্যাদাশীল বান্দাদের পছন্দ করেন।

(আল-মু'জামুল আওসাত, হাদিস: ৮৪৪১, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৮৩ (সংক্ষেপিত)।)

৩. اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَغَارُ لِلْمُسْلِمِ فَلْيَغَرْ অর্থাৎ, আল্লাহ পাক মুসলমানের জন্য আত্মমর্যাদা পোষণ করেন, সুতরাং মুসলমানেরও উচিত আত্মমর্যাদাশীল হওয়া। **(আল-জামি'উস সগীর, হাদিস: ১৯১৮, পৃষ্ঠা ১১৮।)**

৪. কোনো আত্মমর্যাদা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় এবং কোনোটি অপছন্দনীয়। যে আত্মমর্যাদা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়, তা হলো সন্দেহের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা দেখানো। আর যে আত্মমর্যাদা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয়, তা হলো সন্দেহ ছাড়া আত্মমর্যাদা দেখানো। কিছু গর্ব আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং কিছু অপছন্দ করেন। যে গর্ব আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, তা হলো জিহাদের সময় অহংকারের সাথে

www.dawateislami.net

চলা বা সদকা দেওয়ার সময় গর্ব করা। আর যে গর্ব আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন, তা হলো কোনো ব্যক্তি জুলুম ও গর্ব করা অবস্থায় অহংকার করে চলা।

(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিল খিয়ালা ফিল হারব, হাদিস: ২৬৫৯, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৯)

আত্মমর্যাদা কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, এটাও জেনে নিই যে, আত্মমর্যাদা কাকে বলে? সুতরাং, হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ শরীফ জুরজানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর "কিতাবুত তা'রীফাত" গ্রন্থে আত্মমর্যাদার ব্যাখ্যা এভাবে করেন: اَلْغَيْرَةُ كَرَاهَةُ شِرْكَةِ الْغَيْرِ فِي حَقِّهِ অর্থাৎ নিজের অধিকারে অন্যের অংশীদারিত্ব অপছন্দ করাকে আত্মমর্যাদা বলে। **(কিতাবুত তা'রীফাত, ক্রমিক ১০৫৯, আল-গাইরাহ, পৃষ্ঠা ১১৬)** "উমদাতুল ক্বারী" গ্রন্থে আছে: আত্মমর্যাদা অন্তরের অবস্থার পরিবর্তনকে বলা হয়, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর কোনো বিশেষ অধিকারে অন্য কেউ অংশীদার হলে অন্তরে সৃষ্ট ক্রোধ ও রাগের অবস্থাকে আত্মমর্যাদা বলে। **(উমদাতুল ক্বারী, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল গাইরাহ, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৯৫)**

আত্মমর্যাদাশীল কে?

হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হোসাইনী যুবাইদী (ওফাত: ১২০৫ হিঃ) বলেন যে, "গাইযূর" অর্থাৎ আত্মমর্যাদাশীল সে, যার অন্তরে কোনো কথায় ক্রোধ ও রাগের অবস্থা সৃষ্টি হলে সে তার ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশের অধিকারও রাখে।

(ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, কিতাবু আদাবিন নিকাহ, আল-বাবুস সালিস, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৩)

www.dawateislami.net

আল্লাহ ও রাসূলের আত্মমর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসিম আব্দুল করীম হাওয়াযিন কুশাইরী (ওফাত: ৪৬৫ হিঃ) আত্মমর্যাদা সম্পর্কে "রিসালায়ে কুশাইরিয়্যাহ" গ্রন্থে এভাবে বলেন: "যেহেতু আত্মমর্যাদার অর্থ হলো অন্যের অংশীদারিত্ব অপছন্দ করা, তাই আল্লাহ পাকের আত্মমর্যাদার অর্থ হলো, আল্লাহ পাক নিজের অধিকারে অন্যের অংশীদারিত্ব পছন্দ করেন না এবং তাঁর অধিকার হলো বান্দা কেবল তাঁরই আনুগত্য করবে।" **(আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, বাবুল গাইরাহ, পৃষ্ঠা ২৮৮)** যেমন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রতিপালকের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ করেন: اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَغَارُ নিশ্চয় আল্লাহ পাক আত্মমর্যাদাশীল وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ এবং মুমিনও আত্মমর্যাদাশীল। وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ لَّا يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ এবং আল্লাহ পাকের আত্মমর্যাদা হলো এর উপর যে, মুমিন যেন সেই কাজ না করে, যা আল্লাহ পাক হারাম করেছেন।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুন নিকাহ, বাবুল লি'আন, হাদিস: ৩৩১, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫২)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মমর্যাদা সম্পর্কে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মাওলানা আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফে বলেন যে, কোনো গুণেই হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতো দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি গুণ হলো "আত্মমর্যাদা", তাই নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাশীল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা তাঁর চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাশীল। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৮)**

www.dawateislami.net

তেরী গায়রত কে নিসার এ মেরে গায়রত ওয়ালে
আহ সদ আহ! কে ইউ খোওয়ার হো বারদাহ তেরা

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিদায়েতের বাণী হলো: "আমি আত্মমর্যাদাশীল এবং আমার পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (عَلَيْهِ السَّلَام)ও আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন। যে ব্যক্তির মধ্যে আত্মমর্যাদা নেই, সে مَنْكُوسُ الْقَلْبِ (উল্টো হৃদয়ের অধিকারী)।"

(আল-মুসান্নাফ লি ইবনে আবি শাইবাহ, কিতাবুন নিকাহ, নং: ২৭০, বাব ফিল গাইরাহ, হাদিস: ৭, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৬৭)

مَنْكُوسُ الْقَلْبِ এর অর্থ

আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হুসাইনী যুবাইদী (ওফাত: ১২০৫ হিঃ) বলেন যে, আমার মতে مَنْكُوسُ الْقَلْبِ এর অর্থ হলো 'দাযূস'।

(ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, কিতাবু আদাবিন নিকাহ, আল-বাবুস সালিস, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৫৬)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"-এর ৬৬ নং পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন যে, 'দাযূস' সে ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রী বা কোনো মাহরামের উপর আত্মমর্যাদা দেখায় না। **(দুররে মুখতার, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১৩)** জানা গেল যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের স্ত্রী, মা, বোন এবং যুবতী মেয়েদেরকে রাস্তায়, বাজারে, শপিং সেন্টারে এবং মিশ্র বিনোদন কেন্দ্রে বেপর্দা ঘোরাফেরা করতে, অচেনা প্রতিবেশী, গায়রে মাহরাম আত্মীয়, গায়রে মাহরাম কর্মচারী, চৌকিদার এবং ড্রাইভারদের সাথে খোলামেলা মেলামেশা ও বেপর্দা চলাফেরা থেকে বারণ না করা ব্যক্তিরা 'দাযূস',

www.dawateislami.net

জান্নাত থেকে বঞ্চিত এবং জাহান্নামের অধিকারী। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "দাযূস" অত্যন্ত নিকৃষ্ট ফাসিক (পাপী) এবং প্রকাশ্য ফাসিকের পেছনে নামায মাকরূহে তাহরীমী। তাকে ইমাম বানানো হালাল নয় এবং তার পেছনে নামায পড়া গুনাহ, আর পড়লে তা পুনরায় পড়া ওয়াজিব। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, সংক্ষেপিত খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৮৩)**

আত্মমর্যাদা থাকলে পুরুষ, নতুবা!!!

আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হুসাইনী যুবাইদী (ওফাত: ১২০৫ হিঃ) আরও বলেন যে, এক মতানুসারে مَنْكُوسُ الْقَلْبِ এর অর্থ হলো এমন ব্যক্তি, যে পুরুষ নয় বরং مُخَنَّثٌ (হিজড়া)।

(ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, কিতাবু আদাবিন নিকাহ, আল-বাবুস সালিস, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৫৬)

না হিম্মত কেহ মেহনত কি সখতি উঠায়েঁ
না জুর আত কেহ খতরোঁ কে ময়দাঁ মে আয়েঁ
না গায়রত কেহ যিল্লত ছে পেহলু বাচায়েঁ
না ইবরত কেহ দুনিয়া কি সমঝেঁ আদায়েঁ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদের আত্মমর্যাদার দৌলত দ্বারা সম্পদশালী করুন। যখন থেকে আত্মমর্যাদার জানাযা হয়েছে, মুসলমানরা দুর্দশার শিকার হয়েছে। তাদের দৃষ্টি সর্বদা অন্যদের ওপর থাকে। তাদের মতো হওয়ার চেষ্টায় তারা ধীরে ধীরে ইসলাম থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে। কবুতরের মতো চোখ বন্ধ করে হয়তো এটা মনে করে বসে থাকে যে পশ্চিমাদের এই রীতি তাদের পরিবার ও প্রজন্মদের ক্ষমা করে দিবে এবং তারা নিরাপদ থাকবে। কিন্তু মনে রাখবেন:

www.dawateislami.net

ইজ্জত হে মুহাব্বত কি কায়িম আয় কাইস! হিজাবে মাহমিল সে
মাহমিল জো গেয়া ইজ্জত ভী গায়ি, গাইরত ভী গায়ি লায়লা ভী গায়ি

আত্মমর্যাদায় ভিন্নতা

আত্মমর্যাদার দুইটি স্তরের মধ্যে একটি হলো সেটা যেটাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন আর সেটা হলো বান্দা নিজের স্ত্রীর উপর কোন সন্দেহ ছাড়া আত্মমর্যাদাবোধ অনুভব করা। মূলতঃ পুরুষ এমন কুধারণার শিকার হয় যেটা আল্লাহ পাক ও তার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর শাহজাদাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: "হে আমার প্রিয় পুত্রগণ! নিজেদের স্ত্রীর উপর আত্মমর্যাদার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করো না যে, নিজেদের স্ত্রীর উপর অপবাদ দিয়ে বসবে আর এইভাবে স্বয়ং নিজেরাই বদনামের কারণ হয়ে যাবে অথচ তারা অপবাদ থেকে অনেক দূরে।" **(শুয়াবুল ঈমান, বাবুল খউফ মিনাল্লাহি তায়ালা, হাদিস: ৮৩০, ১/৪৯৯)** এমনই একটি রেওয়ায়েত আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাজা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকেও বর্ণিত রয়েছে যে, "নিজেদের স্ত্রীর উপর অন্যায় করিও না কেননা তাদের কারণে তোমাদের বদনাম হয়ে যাবে।" কারণ আত্মমর্যাদার একটি সীমা আছে। যখন বান্দা সেই সীমা অতিক্রম করে, তখন সম্ভব যে তার ওপর যে অধিকারগুলো রয়েছে, সেগুলোতে সে ঘাটতি করে বসে।

(কূতুল কুলুব, আল-ফাসলুল খামিস ওয়াল আরবাউন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১৮)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' গ্রন্থে বলেন যে, নারীরা অবাধ্য নফসের মতো। যদি বান্দা সামান্য সময়ের জন্যও তাদের নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়, তবে তারা

www.dawateislami.net

হাত থেকে বেরিয়ে যাবে এবং সীমা অতিক্রম করে যাবে, যা অনেক সময় সামলানোও কঠিন হয়ে পড়বে।

তিনি আরও বলেন যে, নারীরা কোমল প্রকৃতির, যাদের দুর্বলতার চিকিৎসা হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং তাদের মধ্যে থাকা বক্রতার প্রতিকার হলো প্রজ্ঞা ও হিকমত। এখন পুরুষের উচিত একজন দক্ষ চিকিৎসকের মতো থাকা এবং প্রতিটি বিষয়ের চিকিৎসা তার সময়মতো করা, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে ধৈর্য ও সহনশীলতার আঁচল যেন কখনো হাতছাড়া না হয়। **(কিমিয়ায়ে সা'আদাত, রুকনে দোম মু'আমালাত, বাবে সোম দর আদাবে জিন্দেগানি কারদান বা যনান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৯)**

বহুত হ্যায় আভি জিন মে গায়রত হ্যায় বাকি
দিলেরি নেহি পর হিম্মত হ্যায় বাকি
ফকিরি মে ভি বুয়ে সরওয়াত হ্যায় বাকি
তাহে দস্ত হ্যায় পর মুরুওয়াত হ্যায় বাকি

আত্মমর্যাদায় ঘাটতি নিন্দনীয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বান্দার আত্মমর্যাদা তখন শেষ হয়, যখন তার চোখের সামনে শরীয়ত বিরোধী কাজ হয় এবং তার রক্ত গরম হয় না, অর্থাৎ তার রাগ আসে না। কারণ রাগ না আসা বা তা এতটা দুর্বল হয়ে যাওয়া যে, ধীরে ধীরে শেষই হয়ে যায়, এটি একটি নিন্দনীয় গুণ। সুতরাং, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল" এর প্রথম খণ্ডের ২০০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: রাগের মধ্যে তাফরীত্ব (ঘাটতি) অর্থাৎ এতটা কম আসা যে একেবারেই শেষ হয়ে যায় বা এই অনুভূতিই দুর্বল হয়ে পড়ে, এটি একটি নিন্দনীয় গুণ। কারণ এমন অবস্থায় বান্দার

www.dawateislami.net

মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদা শেষ হয়ে যায় এবং যার মধ্যে আত্মমর্যাদা বা মনুষ্যত্ব থাকে না, সে কোনো ধরনের পূর্ণতার যোগ্য হয় না। কারণ এমন ব্যক্তি নারীদের মতো, বরং حشرات الارض (যমিনের পোকামাকড়) এর মতো হয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর এই উক্তির অর্থও এটাই: "যাকে রাগানো হলো এবং সে রাগান্বিত হলো না, সে গাধা, আর যাকে রাজি করার চেষ্টা করা হলো এবং সে রাজি হলো না, সে শয়তান।"

আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আত্মমর্যাদা ও দৃঢ়তার প্রশংসা করেছেন:

সুতরাং ইরশাদ হয়েছে:

১. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

(পারা: ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত: ৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তারা মুসলমানদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর।

২. اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

(পারা: ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত: ২৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরে মধ্যে দয়াশীল।

এই বিষয়ে রাগের এই ঘাটতির ফলাফল এভাবে প্রকাশ পায় যে, মানুষ তার হারাম অর্থাৎ মাহরাম নারীদের (যেমন বোন বা স্ত্রী ইত্যাদি) বিষয়ে আত্মমর্যাদার ঘাটতির শিকার হয় এবং দ্বিতীয়ত, নিকৃষ্ট ও নিচু লোকদের থেকে অপমানিত হওয়া এবং হীনমন্যতায় ভোগার সম্ভাবনাও থাকে, যদিও এই সবই অত্যন্ত বড় ও নিন্দনীয়।

(জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০০-২০১)

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই আত্মমর্যাদাই ছিল, যা তাদের উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল এবং আল্লাহ পাকও তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি শরীয়তের সোনালী রীতিগুলোর ওপর আমল করা হয়, তবে নিশ্চিতভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়া লজ্জাহীনতা ও বেপর্দার প্রতিকার হতে পারে। যেমনি উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত মায়মুনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন (এক অন্ধ সাহাবী) হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিতির অনুমতি চাইলেন। তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের দুজনকে বললেন: اِحۡتَجِبَا مِنۡہُ। (তার থেকে পর্দা করো)। (উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন) আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اَلَیۡسَ اَعۡمٰی (তিনি কি অন্ধ নন)? لَا یُبۡصِرُنَا وَلَا یَعۡرِفُنَا (তিনি আমাদের দেখতেও পারবেন না, চিনতেও পারবেন না)। তখন নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَفَعَمۡیَا وَانِ اَنۡتُمَا (তোমরা দুজনও কি অন্ধ)? اَلَسۡتُمَا تُبۡصِرَانِہٖ (তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না)? **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল আদব, বাব মা জা'আ ফি ইহতিজাবিন নিসা মিন আর-রিজাল, হাদিস: ২৭৮৭, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫৬)**

গায়রত হ্যায় বড়ি চিজ জাহানে তগ ও দো মে
পেহনাতি হ্যায় দরবেশ কো তাজে সারে দার

www.dawateislami.net

নারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম কী?

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "একটু বল তো, নারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম জিনিস কী?" সবাই চুপ রইল এবং কেউ কোনো উত্তর দিল না। আমি বাড়ি গিয়ে হযরত ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا -কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, একজন নারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম জিনিস কোনটি? তখন তিনি বললেন: "একজন নারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম জিনিস হলো সে কোনো পুরুষকে দেখবে না এবং কোনো পুরুষও তাকে দেখবে না।"

(আল-বাহরুয যাখখার, হাদিস: ৫২৬, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৯)

ইমামে আজল হযরত শায়খ আবু তালিব মক্কী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কূতুল কুলূব'-এ বলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দেয়ালের ছিদ্র এবং রোশনদান (আলো আসার পথ) বন্ধ করে দিতেন, যাতে নারীরা পুরুষদের দেখতে না পায়। **(কূতুল কুলূব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১৮)** এমনকি এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুয়ায رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর স্ত্রীকে দেয়ালের রোশনদান দিয়ে উঁকি মারতে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

(আল-মুসান্নাফ লি ইবনে আবি শাইবাহ, কিতাবুন নিকাহ, বাব ফিল গাইরাহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৬৭)

আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, নারীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক বানিয়ে দিও না। কারণ যখন সুন্দর পোশাকের পরিমাণ বেশি হবে, তখন তাদের মনে বাইরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। **(মুসান্নিফ লি ইবনে শায়বা, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফিল গায়রত, ৩/৪৬)**

www.dawateislami.net

চাদর ও চার দেয়াল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, নারীর জন্য চাদর ও চার দেয়ালই উত্তম। সুতরাং, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" এর ১৫৯ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "চাদর ও চার দেয়ালের শিক্ষা কে দিয়েছেন?" এই প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, এতে আলিমদের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। এটা দুনিয়ার কোনো আলিমে দ্বীনের কথা নয়, বরং আল্লাহ পাকের সত্যিকার নির্দেশ:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো বেপর্দা হয়ে ঘুরো না।

আপনারা দেখলেন তো! নারীর জন্য চাদর ও চার দেয়ালের হুকুম কোনো সাধারণ ব্যক্তির নয়, বরং আমাদের সকলের প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাকের মহান আদেশ। **(পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, পৃষ্ঠা ১৫৯)**

নারীরা হলো "আওরাত" (তথা গোপনীয়)

হযরত সায়্যিদুনা হাফিয আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি শায়বা কুফী (ওফাত: ২৩৫ হিঃ) একটি বর্ণনা নকল করেছেন যে, "নারীর মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত 'আওরাত' (অর্থাৎ গোপনীয় জিনিস)।" তিনি আরও নকল করেন যে, "নারীদের চার দেয়ালে থাকতে দাও, কারণ

www.dawateislami.net

নারীরা হলো 'আওরাত' (গোপনীয় জিনিস)। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে চোখ তুলে তুলে দেখে এবং বলে যে, তুমি যেদিক দিয়েই যাচ্ছো, প্রত্যেকের মনকে আকর্ষণ করছ।" **(আল-মুসান্নাফ লি ইবনে আবি শাইবাহ, কিতাবুন নিকাহ, নং: ২৭০, বাব ফিল গাইরাহ, হাদিস: ৪, ৬, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৬৭)**

বেপর্দা নারীদের দেখা শয়তানি কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, বেপর্দা নারীদের দেখা শয়তানি কাজ এবং আল্লাহ পাক তা থেকে নিষেধ করেছেন। আর যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানি করবে, সে নিশ্চিতভাবে শয়তানের অনুসারী। আর এটা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো দৃষ্টিকে নিচু রাখা।

সুতরাং, পুরুষদের দৃষ্টি নিচু রাখার বিষয়ে আল্লাহ পাকের আদেশ হলো:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

(পারা: ১৮, সূরা নূর, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুসলমান পুরুষদের হুকুম দিন যেন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে কিছুটা নিচু রাখে।

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেভাবে আমাদের কুরআন করীমের ওপর আমল করে দেখিয়েছেন, তা তাঁর নিজের উদাহরণ। সুতরাং, দৃষ্টিকে নিচু রাখা আল্লাহ পাকের হুকুম এবং এটি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় একটি আমলও। যেমনটি রেওয়াতে এসেছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক দৃষ্টি প্রায়শই যমিনের দিকে ঝুঁকে থাকত। **(আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ লিত-তিরমিযী, হাদিস: ৭, পৃষ্ঠা ২৩ (সংক্ষেপিত))**

www.dawateislami.net

ইয়া ইলাহী রং লায়েঁ জব মেরি বে বাকিয়াঁ
উন কি নিচি নিচি নজরোঁ কি হায়া কা সাথ হো

আর নারীদের দৃষ্টি নিচু রাখার বিষয়ে আল্লাহ পাকের বাণী হলো:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

(পারা: ১১, সূরা নূর, আয়াত: ৩১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং মুসলমান নারীদেকে হুকুম দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি কিছুটা নিচু রাখে।

হঠাৎ দৃষ্টির হুকুম

বর্তমান যুগে বেপর্দা যতখানি ব্যাপক হয়ে গেছে, তা থেকে বাঁচা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। মনে রাখবেন, যদি হঠাৎ কোনো বেপর্দা নারীর ওপর দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সাথে সাথে নিজের দৃষ্টি নিচু করে নিন। যেমন,

হযরত জারীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন যে, আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে হঠাৎ পড়ে যাওয়া দৃষ্টির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইরশাদ করলেন, "সাথে সাথে নিজের দৃষ্টি নিচু করে নাও।" **(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, বাব মা ইউ'মারু বিহি মিন গদ্বিল বাসার, হাদিস: ২১৪৮, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫৭)**

হযরত ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রথমবার দেখা ভুল, দ্বিতীয়বার দেখা ইচ্ছাকৃত এবং তৃতীয়বার দেখা ধ্বংসের কারণ। মুমিনের জন্য কোনো নারীর সৌন্দর্য দেখা শয়তানের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। আর যে আল্লাহ পাকের ভয়ে ও সাওয়াবের নিয়্যতে তা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে এমন ইবাদতের তাওফিক দান করবেন, যার স্বাদ ও আনন্দ সে অনুভব পাবে।"

(হিলইয়াতুল আওলিয়া, নং: ৩৩৮, হুদাইর বিন কুরাইব, হাদিস: ৭৯৮১, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৭)

www.dawateislami.net

চোখের ব্যভিচার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম হলো ফিতরাতের (প্রকৃতির) দ্বীন এবং এটি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য তার অনুসারীদের জীবনযাপনের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল তথা উপদেশ দান করেছে। সুতরাং, নারীর ইজ্জত ও সম্মানের সুরক্ষা চার দেয়ালের মধ্যেই এবং যদি কোনো কারণে চার দেয়াল থেকে বের হতেই হয়, তবে চাদর ছাড়া যেন কখনো বের না হয়। অর্থাৎ, কখনো বেপর্দা হবে না এবং পুরুষও নারীকে দেখা থেকে বিরত থাকবে। কারণ দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি, কেননা গুনাহের শুরু দৃষ্টি থেকেই হয়। কে জানে এই গুনাহ কোথায় নিয়ে যায়! যেমন বর্ণিত আছে যে, চোখের ব্যভিচার হলো কুদৃষ্টি। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি মু'আলাজাতি কুল্লি যানবিন বিত-তাওবাহ, হাদিস: ৭০৬০, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৯৪)** এই বর্ণনাটি চিন্তার খোরাক যোগায় যে, কুদৃষ্টি কতটা নিন্দনীয়।

চোখের হেফাজত না করার ক্ষতি

যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিকে স্বাধীন ছেড়ে দিই, তবে হতে পারে যে আমরা অকারণে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে এদিক-ওদিক দেখতে শুরু করব এবং তারপর ধীরে ধীরে এটি হারামের উপরও পড়তে শুরু করবে। এখন যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হারামের উপর দৃষ্টি দিই, তবে এটি অনেক বড় গুনাহ এবং সম্ভব যে অন্তর হারাম জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে এবং আমরা ধ্বংসের শিকার হব। কারণ রেওয়াতে রয়েছে যে, কখনো কখনো বান্দা কোনো জিনিসের উপর দৃষ্টি দেয়, তখন তা থেকে এমনভাবে প্রভাবিত হয়, যেমন চামড়া ট্যানিংয়ের প্রক্রিয়া থেকে রঙ গ্রহণ করে। **(মিনহাজুল আবেদীন, আল-ফাসলুল আওয়াল আল-'আইন, পৃষ্ঠা ৬২)** আর যদি সেই দিকে দেখা

www.dawateislami.net

হারাম না হয়ে মুবাহ (বৈধ) হয়, তবে হতে পারে যে আমাদের অন্তর মশগুল হয়ে যাবে এবং এর কারণে অন্তরে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্টতা (খারাপ চিন্তা) আসতে শুরু করবে। এটাও হতে পারে যে, আমরা কুমন্ত্রণার বিষয়গুলো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব না, কিন্তু কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে নেকী থেকে বঞ্চিত হব। কিন্তু যদি আমরা কোনো দিকে মনোযোগই না দিই, তবে اِنْ شَآءَ الله অনেক ফিতনা, কুমন্ত্রণা ও ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকব এবং নিজের মধ্যে প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করব।

চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি খারাপ কাজ থেকে বাঁচতে চান এবং নেকী ভরা পরিবেশ গ্রহণ করতে চান, তবে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে আশিকানের রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান কারণ এটির মাদানী উদ্দেশ্যই হলো, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" আর নিজের সংশোধনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিদিন "ফিকরে মদীনা" তথা পরকালীন বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে নেক আমল রিসালা পূরণ করার অভ্যাস করুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমানের হেফাযতের জন্য চিন্তিত হওয়ার মানসিকতা তৈরি হবে। সুতরাং,

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে ইসলামী ভাইদের জন্য প্রদত্ত ৭২টি নেক আমলের মধ্যে দৃষ্টি হেফাযতের ৪টি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন:

www.dawateislami.net

❑ ... আপনি কি আজকে (ঘরে বা বাইরে) **V.C.R., T.V.** বা **Internet** ইত্যাদিতে ফিল্ম, নাটক এবং গান-বাজনা বা গুনাহে ভরা খবর দেখা বা শোনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন? এছাড়াও চোখের হেফাযতের অভ্যাস তৈরির জন্য ঘুমের সময় ছাড়া অন্তত ১২ মিনিট চোখ বন্ধ রেখেছেন?

❑ ... আপনি কি আজকে রাস্তা চলার সময় এবং গাড়িতে ভ্রমণের সময় চোখের "কুফলে মদীনা" (মদীনার তালা) লাগিয়ে প্রায়শই দৃষ্টি নিচু রেখেছেন? এছাড়াও অপ্রয়োজনে (ঘরে ও বাইরে) এদিক-ওদিক দেখা, সাইনবোর্ড ইত্যাদির দিকে তাকানো থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন?

❑ ... আপনি কি আজকে নিজের ঘরের বারান্দা থেকে (অপ্রয়োজনে) বাইরে এবং অন্য কারো দরজা ইত্যাদি থেকে তাদের ঘরের ভেতরে উঁকি মারা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন?

❑ ... আপনি কি আজকে কারো সাথে কথা বলার সময় নিজের দৃষ্টি নিচু রেখেছেন নাকি অপরজনের চেহারার উপর স্থির রেখেছেন? (দৃষ্টি অবনত রাখার অভ্যাস তৈরির জন্য প্রতিদিন অন্তত ১২ মিনিট "কুফলে মদীনা"র চশমা ব্যবহার করুন।)

কুদৃষ্টির হাতোহাত শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দৃষ্টি পবিত্র হলে অন্তরও পবিত্র হবে, নতুবা মনে রাখবেন, আল্লাহ পাকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। অতএব,

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কাছ থেকে বায়আত নিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি এমন অবস্থায়

www.dawateislami.net

উপস্থিত হলো যে তার চেহারা থেকে রক্ত ঝরছিল। সে এসেই ফরিয়াদ করতে শুরু করল: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছি।" রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "কী হয়েছে? কোন জিনিস তোমাকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছে?" সে আরয করল: "আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। পথে এক নারী আমার পাশ দিয়ে গেল। আমি তার দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এবং হঠাৎ আমার সামনে একটি দেয়াল এসে পড়ল, যা আমার এই অবস্থা করে দিয়েছে, যা আপনি দেখছেন।" সুতরাং তিনি বললেন: "আল্লাহ পাক যখন কোনো বান্দার সাথে ভালোর ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতেই তার শাস্তি দিয়ে দেন।"

(মাজমা'উয যাওয়াইদ, বাব ফীমান 'উকিবা বিযানবিহি ফিদ-দুনিয়া, হাদিস: ১৭৪৭১, খণ্ড ১০, পৃ:, ৩১৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন সর্বদা দৃষ্টি নিচু রাখা হবে, তখন কুদৃষ্টি ইত্যাদি থেকে বাঁচার সাথে সাথে বক্ষ কুমন্ত্রণা থেকে এবং অন্তর বিভ্রান্তি ও বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং নেকীও অনেক বৃদ্ধি হবে। اِنْ شَآءَ الله যখন নিজের মধ্যে সংশোধনের তৈরি) হবে, তখন নিশ্চিতভাবে নিজের ঘরের ইসলামী বোনদের সংশোধনেরও চেষ্টা করবেন। কারণ যে লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের স্ত্রী ও মাহরামদের বেপর্দা থেকে বারণ করে না, তারা "দাযূস" ।

যদি পুরুষ তার অবস্থান অনুযায়ী বারণ করে এবং বেপর্দা থেকে থামানোর শরয়ী চাহিদা সে পূরণ করে এবং তারা না মানে, তবে এই অবস্থায় পুরুষের কোনো দোষ নেই এবং সে "দাযূস"ও নয়। সুতরাং, যথাসম্ভব বেপর্দা ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের বাধা দেয়া উচিত তবে কৌশলের সাথে। এমন যেন না হয় যে, আপনি আপনার স্ত্রী বা মা-

www.dawateislami.net

বোনদের উপর এমন কঠোরতা করেন, যার ফলে ঘরের শান্তিই নষ্ট হয়ে যায়। **(পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পুরুষ হলো ঘরের প্রধান যখন সে ঘরের সদস্যদের সাথে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও উত্তম চরিত্রের সাথে আচরণ করবে, তখন পরিবারের লোকদের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে এবং সে যা কিছু করতে চাইবে, তা শুধু সহজই হবে না, বরং তার কথাকে গুরুত্বও দেওয়া হবে। সুতরাং পুরুষের উচিত তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কৌশল অবলম্বন করে পর্দা করার মানসিকতা দেওয়া। কারণ মহিলাদের ব্যাপারে এক বর্ণনায় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো, কারণ নারী পাঁজরের হাড় থেকে তৈরি হয়েছে এবং পাঁজরের উপরের অংশ সবচেয়ে বেশি বাঁকা হয়। যদি তুমি সেটাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙে ফেলবে এবং যদি একে ছেড়ে দাও, তবে বাঁকাই থাকবে। সুতরাং নারীদের সাথে ভালো ব্যবহারই করতে থাকো।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব খালকি আদম, হাদিস: ৩৩৩৩১, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১২)

এই কোমল প্রকৃতির উপর আগুন-গরম হবেন না, বরং এর সাথে উত্তম পন্থায় চলার চেষ্টা করুন। বোন হোক বা মেয়ে বা আপনার সন্তানদের মা, সবাইকেই পর্দার শিক্ষা ও উৎসাহ দিন।[১] ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরির জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দেওয়া

১. এই বিষয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০০ "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" বইটি অধ্যয়ন করুন। পৃষ্ঠা সম্বলিত

www.dawateislami.net

উনিশটি মাদানী ফুলের উপর হিকমত সম্পন্ন পন্থায় ধীরে ধীরে আমল করার বরকতে মাদানী পরিবেশের বসন্ত দেখা যাবে।

ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরির ১৯টি মাদানী ফুল

(১) ঘরে আসা-যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে সালাম দিন।

(২) বাবা বা মাকে আসতে দেখে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে যান।

(৩) দিনে অন্তত একবার ইসলামী ভাই বাবার এবং ইসলামী বোন মায়ের হাত ও পা চুম্বন করুন।

(৪) বাবা-মায়ের সামনে আওয়াজ নিচু রাখুন, তাদের সাথে চোখ মেলাবেন না, দৃষ্টি নিচু রেখে কথা বলুন।

(৫) তাদের দেওয়া প্রতিটি কাজ, যা শরীয়তের বিরোধী না হয়, তা সাথে সাথে করে দিন।

(৬) গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন। ঘরে বকাবকি, 'তুই-তোকারি' এবং ঠাট্টা-মশকরা করা, কথায় কথায় রেগে যাওয়া, খাবারে দোষ খোঁজা, ছোট ভাই-বোনদের ধমকানো, মারা, ঘরের বড়দের সাথে ঝগড়া করা, বকবক করতে থাকার অভ্যাস যদি আপনার থাকে, তবে নিজের আচরণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলুন, প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।

(৭) ঘরে ও বাইরে সব জায়গায় আপনি গম্ভীর হয়ে যান তো اِنْ شَآءَ الله ঘরের ভেতরেও এর বরকত প্রকাশ পাবে।

(৮) মা তো বটেই, সন্তানদেরকেও এবংকি একদিনের বাচ্চাকেও "আপনি" বলে সম্বোধন করুন।

www.dawateislami.net

(৯) আপনার এলাকার মসজিদে ইশার নামাযের জামাতের সময় থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ুন। আশা করি, তাহাজ্জুদে চোখ খুলবে, নতুবা অন্তত ফজরের নামায তো সহজেই মসজিদের প্রথম কাতারে জামাতের সাথে আদায় করতে হবে অতঃপর কাজ-কর্মেও আর অলসতা আসবে না।

(১০) ঘরের সদস্যদের মধ্যে যদি নামাযের প্রতি অলসতা, বেপর্দা, সিনেমা-নাটক এবং গান-বাজনার প্রচলন থাকে এবং আপনি অভিভাবক না হন, এবং প্রবল ধারণা থাকে যে আপনার কথা শোনা হবে না, তবে বারবার বকাঝকা করার পরিবর্তে সবাইকে নম্রতার সাথে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট/ অডিও শোনান এবং মাদানী চ্যানেল দেখান। اِنْ شَآءَ الله মাদানী ফলাফল আসবে।

(১১) ঘরে যতই বকা বা মার খেতে হোক, ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্য ধরুন। যদি আপনি মুখ চালান, তবে ঘরে "মাদানী পরিবেশ" তৈরি হওয়ার আশা নেই, বরং আরও অবনতি হতে পারে। কারণ অহেতুক কঠোরতা করার ফলে অনেক সময় শয়তান মানুষকে জেদি বানিয়ে দেয়।

(১২) মাদানী পরিবেশ তৈরির একটি উত্তম উপায় হলো, ঘরে প্রতিদিন "ফয়যানে সুন্নাত" এর দরস অবশ্যই অবশ্যই দিন বা শুনুন।

(১৩) নিজের পরিবারের দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতির জন্য আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে থাকুন। কারণ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ। অর্থাৎ দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার।

(আল-মুসতাদরাক লিল-হাকিম, হাদিস: ১৮৫৫, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬২)

www.dawateislami.net

(১৪) শ্বশুরবাড়িতে বসবাসকারী নারীরা যেখানে ঘরের কথা বলবে, সেখানে শ্বশুরবাড়ি এবং যেখানে বাবা-মায়ের কথা বলবে, সেখানে শাশুড়ি ও শ্বশুরের সাথে সেই উত্তম আচরণই করবে, যেখানে কোনো শরয়ী বাধা না থাকে।

(১৫) "মাসাইলুল কুরআন" এর ২৯০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়াটি শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে একবার পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله সন্তান-সন্ততিরা সুন্নাতের অনুসারী হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। দু'আটি হলো:

اَللّٰهُمَّ[১] رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا[২]

(পারা: ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত: ৭৪)

(১৬) অবাধ্য ছোট বা বড় সন্তান যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন ১১ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে এই আয়াত মুবারাকা শুধু একবার এমন আওয়াজে পড়ুন যাতে তার চোখ না খোলে:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿۲۱﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿۲۲﴾[৩]

(পারা: ৩০, সূরা বুরুজ, আয়াত ২১-২২)

---

১. **"আল্লাহুম্মা" কুরআনের আয়াতের অংশ নয়।**

২. **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে পরহেযগারদেরে আদর্শ করুন।

৩. **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** বরং তা পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন কুরআন, লাওহে মাহফুযের মধ্যে।

www.dawateislami.net

(প্রথমে ও শেষে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবেন) আর মনে রাখবেন! বড় অবাধ্য সন্তান হলে ঘুমের মধ্যে মাথার কাছে অযিফা পড়ার সময় তার জেগে ওঠার আশঙ্কা থাকে, বিশেষ করে যখন তার ঘুম গভীর না হয়। এটা বোঝা মুশকিল যে, সে শুধু চোখ বন্ধ করে আছে নাকি ঘুমাচ্ছে। তাই যেখানে ফিতনার ভয় থাকে, সেখানে এই আমল করা উচিত নয়। বিশেষ করে স্ত্রী তার স্বামীর ওপর এই আমল করবে না।

(১৭) এছাড়াও অবাধ্য সন্তানদের অনুগত বানানোর জন্য উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া পর্যন্ত ফজরের নামাযের পর আসমানের দিকে মুখ করে "يَا شَهِيدُ" ২১ বার পাঠ করুন। (প্রথমে ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন)।

(১৮) নেক আমল রিসালার উপর আমলের অভ্যাস তৈরি করুন এবং ঘরের যে সদস্যদের প্রতি আপনার নরম মনোভাব রয়েছে, তাদের মধ্যে এবং আপনি যদি বাবা হন, তবে সন্তানদের মধ্যে নম্র ও হিকমতের সাথে নেক আমল রিসালার আমল প্রয়োগ করুন। আল্লাহ পাকের দয়ায় ঘরে মাদানী বিপ্লব সংঘটিত হবে।

(১৯) নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে অন্তত তিন দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে পরিবারের জন্যও দোয়া করুন। মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে ঘরেও মাদানী পরিবেশ তৈরির "মাদানী বাহার" ও শোনা যায়।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বেপর্দা থেকে তাওবা

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" এর ৩১ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমলের অনুপ্রেরণা বাড়ানোর জন্য মাদানী পরিবেশ জরুরি, নতুবা সাময়িকভাবে মানসিকতা তৈরি হলেও ভালো সঙ্গের অভাবের কারণে স্থিরতা পাওয়া যায় না। নিজের মাদানী মানসিকতা তৈরির জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান। سُبْحَانَ الله! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং মাদানী কাফেলাগুলোর কী সুন্দর বাহার ও বরকত রয়েছে! দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশে মিশে যাওয়ার বরকতে অনেক ইসলামী বোন শরয়ী পর্দা করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এমনই একটি বাহার শুনুন। সুতরাং,

পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর এক ইসলামী বোনের লিখিত বিবরণের সারমর্ম হলো: আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর সুগন্ধময় মাদানী পরিবেশের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে টিভিতে সিনেমা-নাটক দেখার অভ্যস্ত ছিলাম। বাজার ইত্যাদিতে যাওয়ার জন্য বেপর্দা হয়েই বেরিয়ে পড়তাম, নামাযও পড়তাম না। এভাবে আমার সকাল-সন্ধ্যা উদাসীনতা ও গুনাহে কাটছিল। একবার কেউ আমাকে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট দিল। আমি সেগুলো শুনলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলাম। সেই বয়ানগুলোর বরকতে আমার মধ্যে

www.dawateislami.net

খোদাভীতির সম্পদ প্রাপ্ত হলো, নবীপ্রেমের অনুপ্রেরণা পেলাম এবং আমি নামাযী হয়ে গেলাম। আমি আমার সমস্ত গুনাহ, বিশেষ করে বেপর্দা হওয়া থেকে তাওবা করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী বোরকা আমার পোশাকের অংশ হয়ে গেল। সেই লাগামহীন জিহ্বা, যা আগে গান গাইতে ব্যস্ত থাকত, এখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه না'তে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শোনাতে লাগল। এই লেখা পর্যন্ত আমি দাওয়াতে ইসলামীর যেলি মুশাওয়ারাতের খাদিমা হিসেবে সুন্নাতের খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

কাটি হ্যায় গাফলতও মে জিন্দেগী
না জানে হাশর মে কিয়া ফয়সালা হো
ইলাহী হুঁ বহুত কমযোর বান্দি

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

উৎস ও তথ্যসূত্র

(১) **আল-কুরআনুল কারীম:** কালামে ইলাহী, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি।

(২) **তরজমায়ে কুরআন কানযুল ঈমান:** আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা (ওফাত: ১৩৪০ হিঃ), মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি।

(৩) **সহীহ বুখারী:** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (ওফাত: ২৫৬ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

(৪) **সহীহ মুসলিম:** ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী (ওফাত: ২৬১ হিঃ), দার ইবনে হাযম, বৈরুত।

(৫) **সুনানে তিরমিযী:** ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী (ওফাত: ২৭৯ হিঃ), দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত।

(৬) **সুনানে আবি দাউদ:** ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশ'আস সিজিস্তানী (ওফাত: ২৭৫ হিঃ), দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।

(৭) **আল-মুসনাদ:** ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল (ওফাত ২৪১ হিঃ), দারুল ফিকর, বৈরুত।

(৮) **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন:** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী (ওফাত: ৪০৫ হিঃ), দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত।

(৯) **আল-মু'জামুল কাবীর:** ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী (ওফাত: ৩৬০ হিঃ), দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।

(১০) **আল-মু'জামুল আওসাত:** ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী (ওফাত: ৩৬০ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

(১১) **মাজমা'উয যাওয়াইদ:** হাফিয নূরুদ্দীন আলী বিন আবি বকর হায়তামী (ওফাত: ৮০৭ হিঃ), দারুল ফিকর, বৈরুত।

(১২) **আল-ফিরদাউস বিমা'সূরিল খিতাব:** হাফিয আবু শুজা' শেরওয়াইহ বিন শাহরদার বিন শেরওয়াইহ দাইলামী (ওফাত: ৫০৯ হিঃ), দারুল ফিকর, বৈরুত।

www.dawateislami.net

(১৩) **আল-জামি'উস সগীর:** ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ূতী শাফেয়ী (ওফাত: ৯১১ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

(১৪) **আল-বাহরুয যাখখার:** ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আমর বাযযার (ওফাত: ২৯২ হিঃ), মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকম।

(১৫) **আল-মুসান্নাফ লি ইবনে আবি শাইবাহ:** হাফিয আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবি শাইবাহ 'আবাসী (ওফাত: ২৩৫ হিঃ), দারুল ফিকর, বৈরুত।

(১৬) **দালাইলুন নুবুওয়াহ:** ইমাম আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বায়হাকী (ওফাত: ৪৫৮ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

(১৭) **শোয়াবুল ঈমান:** ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী (ওফাত: ৪৫৮ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

(১৮) **আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী:** ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী (ওফাত: ৪৫৮ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

(১৯) **আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ লি ইবনে হিশাম:** আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম (ওফাত: ২১৩ হিঃ), দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত।

(২০) **আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ লিত-তিরমিযী:** ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী (ওফাত: ২৭৯ হিঃ), দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী।

(২১) **হিলইয়াতুল আউলিয়া:** হাফিয আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ শাফেয়ী (ওফাত: ৪৩০ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

(২২) **উযূনুল হিকায়াত:** আল্লামা জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন জাওযী (ওফাত: ৫৯৭ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

(২৩) **কূতুল কুলূব:** শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী (ওফাত: ৩৮৬ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

(২৪) **কিমিয়ায়ে সা'আদাত:** আবু হামিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজালী (ওফাত: ৫০৫ হিঃ), বারাদারান-ই-ইলমী।

www.dawateislami.net

(২৫) **মিনহাজুল আবেদীন:** আবু হামিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজালী (ওফাত: ৫০৫ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

(২৬) **ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন:** আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হুসাইনী যুবাইদী (ওফাত: ১২০৫ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

(২৭) **আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ:** ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল করীম হাওয়াযিন কুশাইরী (ওফাত: ৪৬৫ হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

(২৮) **কিতাবুত তা'রীফাত:** আস-সৈয়্যিদুশ শরীফ আল-জুরজানী আল-হানাফী (ওফাত: ৮১৬ হিঃ), দারুল মানার।

(২৯) **দুররে মুখতার:** আল্লামা আলা উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী হাসকাফী (ওফাত: ১০৮৮ হিঃ), দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত।

(৩০) **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া:** আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান হানাফী (ওফাত: ১৩৪০ হিঃ), রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর।

(৩১) **জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল:** শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ বিন হাজার হাইতামী মক্কী (ওফাত: ৯৭৪ হিঃ), মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি।

(৩২) **পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর:** হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দরূদ শরীফের ফযিলত ১
আত্মমর্যাদাশীল স্বামী ২
মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ৫
আত্মার সজীবতা ৬
আত্মমর্যাদাশীল সাহাবী ৬
মুসলিম সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ৮
অশ্লীলতার মূল কারণ ৯
বেপর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা ১০
পর্দার ভেতরে পর্দা কী? ১০
চোখের কুফলে মদীনা ১১
আত্মমর্যাদা সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী ১২
আত্মমর্যাদা কাকে বলে? ১৩
আত্মমর্যাদাশীল কে? ১৩
আল্লাহ ও রাসূলের আত্মমর্যাদা ১৪
مَنۡكُوۡسُ الۡقَلۡبِ এর অর্থ ১৫
আত্মমর্যাদা থাকলে পুরুষ, নতুবা!!! ১৬
আত্মমর্যাদায় ভিন্নতা ১৭
আত্মমর্যাদায় ঘাটতি নিন্দনীয় ১৮
নারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম কী? ২১
চাদর ও চার দেয়াল ২২
নারীরা হলো "আওরাত" (তথা গোপনীয়) ২২
বেপর্দা নারীদের দেখা শয়তানি কাজ ২৩
হঠাৎ দৃষ্টির হুকুম ২৪
চোখের ব্যভিচার ২৫
চোখের হেফাজত না করার ক্ষতি ২৫
চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর উপায় ২৬
কুদৃষ্টির হাতোহাত শাস্তি ২৭
ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরির ১৯টি মাদানী ফুল ৩০
বেপর্দা থেকে তাওবা ৩৪
উৎস ও তথ্যসূত্র ৩৬

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net